খসড়া গঠনতন্ত্র

জিইবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, শাবিপ্রবি
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
সিলেট-৩১১৪, বাংলাদেশ।

ধারা-১ অ্যাসোসিয়েশনের নাম ও ঠিকানাঃ

উপধারা (ক) নামঃ "জিইবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, শাবিপ্রবি", ইংরেজিতে "GEB Alumni Association, SUST" সংক্ষেপে "GEBAA, SUST"।

উপধারা (খ) মনোগ্রামঃ জিইবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, শাবিপ্রবি (GEBAA, SUST) এর একটি স্বতন্ত্র মনোগ্রাম থাকবে।

উপধারা (গ) প্রতিষ্ঠাকালঃ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সম্মেলনের তারিখকে প্রতিষ্ঠাকাল হিসাবে গণ্য করা হবে।

উপধারা (ঘ) কার্যালয়ঃ জিইবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, শাবিপ্রবি - এর নিজস্ব কার্যালয় না হওয়া পর্যন্ত জিইবি বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট-৩১১৪, বাংলাদেশ, অ্যাসোসিয়েশনের অস্থায়ী কার্যালয় হিসেবে গণ্য হবে।

উপধারা (ঙ)Web Address: জিইবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, শাবিপ্রবি- এর একটি ওয়েব সাইট থাকবে, সেখানে অ্যাসোসিয়েশন সংক্রান্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকবে এবং অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী পর্ষদ কর্তৃক পরিচালিত হবে। উক্ত ওয়েব সাইটে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন তথ্য সন্নিবেশিত হবে।

উপধারা (চ) সংজ্ঞাঃ

১। এই গঠনতন্ত্রে ব্যবহৃত 'অ্যাসোসিয়েশন' বলতে "জিইবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, শাবিপ্রবি" কে বুঝাবে।

২। এই গঠনতন্ত্রে ব্যবহৃত 'বিশ্ববিদ্যালয়' বলতে 'শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়' কে বুঝাবে।

উপধারা (ছ) তহবিল গঠনঃ অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন, হস্তান্তর, বিনিময় এবং সংগৃহীত অর্থের বিনিয়োগ ও ব্যবহারের জন্য একটি তহবিল গঠন করা হবে।

ধারা-২ অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

জিইবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, শাবিপ্রবি একটি অরাজনৈতিক, কল্যাণমুখী ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হবেঃ

১। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিইবি বিভাগের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখা।

২। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিইবি বিভাগের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিচিতি ও আন্তঃসংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সেতুবন্ধন তৈরি করা এবং সবার মধ্যে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মনোভাব জাগরুক করা।

৩। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রদর্শনী, পুনর্মিলনী, ক্যারিয়ার, উচ্চশিক্ষা, তথ্য-প্রযুক্তি ও গবেষণা বিষয়ক কর্মশালা, বনভোজন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

৪। অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্যে কেউ সামাজিক বা স্বাস্থ্যগত বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলে তাঁর সহযোগিতায় এগিয়ে আসা।

৫। জিইবি বিভাগের মেধাবী ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা দান ও বিভাগের উন্নয়নে সর্বাত্মক ভুমিকা রাখা।

৬। জাতীয় দুর্যোগ এবং দেশ ও সমাজের প্রয়োজনে জনকল্যাণমূলক কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৭। অ্যালামনাই ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের পেশাগত দক্ষতা ও উৎকর্ষতা সাধনে সহযোগিতা এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৮। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম ও যোগাযোগ পরিচালনা করা।

৯। উপরিউক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ধারা- ৩ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হওয়ার যোগ্যতাঃ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিইবি বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান)/ স্নাতকোত্তর (এমএস, এমএসসি)/ এমফিল/ পিএইচডি ডিগ্রিধারী যে কোন প্রাক্তন শিক্ষার্থী অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সদস্য হতে পারবেন। এই অ্যাসোসিয়েশনের নিম্নোক্ত চার শ্রেণির সদস্য থাকবেনঃ সাধারণ সদস্য, আজীবন সদস্য, দাতা সদস্য ও সম্মানী সদস্য।

উপধারা (ক) সাধারণ সদস্যঃ উল্লিখিত ডিগ্রিধারী যে কোন ব্যক্তি নির্ধারিত চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে এই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সদস্য হতে পারবেন।

উপধারা (খ) আজীবন সদস্যঃ এককালীন নির্ধারিত চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে একজন সাধারণ সদস্য আজীবন সদস্য হতে পারবেন।

উপধারা (গ) দাতা সদস্যঃ সদস্যদের (সাধারণ ও আজীবন) মধ্য হতে এককালীন নির্ধারিত চাঁদা (নূন্যতম ৫০,০০০/- টাকা) প্রদানের মাধ্যমে দাতা সদস্য হতে পারবেন।

উপধারা (ঘ) সম্মানী সদস্যঃ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি তথা এই অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ খ্যাতনামা কোন ব্যক্তিকে এই অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

উপধারা (ঙ) সাধারণ সদস্যের অধিকারঃ সাধারণ সদস্যগণ অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মোতাবেক সকল ধরণের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকার রাখেন। সাধারণ সদস্যগণ নির্বাহী পর্ষদের নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে এবং নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন।

উপধারা (চ) চাঁদাঃ

১। দেশে অবস্থানরত প্রত্যেক সাধারণ সদস্যদের বাৎসরিক রেজিস্ট্রেশন ফি হবে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা মাত্র এবং বিদেশে অবস্থানরত সাধারণ সদস্যদের রেজিস্ট্রেশন ফি হবে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। তবে তা সময়ান্তে সাধারণ সভার মাধ্যমে বর্ধিত হতে পারে।

২। চাঁদা প্রদানে ব্যর্থ হলে সদস্য পদ স্থগিত করা হবে। বকেয়া চাঁদা পরিশোধের মাধ্যমে তার সদস্য পদ পূনর্বহাল করা যাবে।

৩। আজীবন সদস্যদের এককালীন চাঁদা হবে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা মাত্র অথবা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। তবে তা সময়ান্তে সাধারণ সভার মাধ্যমে বর্ধিত হতে পারে।

৭/১২/২০২৫

৪। সম্মানী সদস্যদের কোন চাঁদা প্রদান করতে হবেনা।

৫। চাঁদার হার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক যে কোনো সময় পরিবর্তিত হতে পারে।

উপধারা (ছ) সদস্য হয়ার প্রক্রিয়াঃ ধারা- ৩ এর শর্ত সাপেক্ষে যে কোন ব্যক্তি এই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হতে হলে পরিশিষ্ট (ক)-তে উপস্থাপিত নির্ধারিত সদস্য ফরম পূরণ করে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের নিকট জমা দিবেন। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর উক্ত প্রার্থীকে একটি আইডি নাম্বার (Identification Number) সম্বলিত নিশ্চিতকরণ রশিদ দেওয়া হবে। এই অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েব সাইট চালু করার পর অনলাইনেও আবেদন করা যাবে।

উপধারা (জ) সদস্য পদ বাতিলঃ

১। কোন সদস্য নিজ ইচ্ছায় সদস্য পদ প্রত্যাহার করতে চাইলে তিনি নির্বাহী পর্ষদের নিকট লিখিত আবেদনের মাধ্যমে সদস্য পদ স্থগিত, বাতিল বা প্রত্যাহার করতে পারবেন।

২। কোন সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হলে বা অ্যাসোসিয়েশনের নিয়ম ভঙ্গ করলে অথবা অ্যাসোসিয়েশনের সুনাম ভঙ্গের কাজ করলে নির্বাহী পর্ষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সুপারিশ ও সাধারণ পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সদস্য পদ সাময়িক বা স্থায়ীভাবে স্থগিত বা বাতিল করা যাবে।

৩। একবার সদস্যপদ বাতিল বা সাময়িকভাবে স্থগিত/বাতিল হলে তা পুনর্বহালের ক্ষমতা সাধারণ পর্ষদের থাকবে।

ধারা- ৪ সাংগঠনিক কাঠামোঃ

এই অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নোক্ত ৩ (তিন) টি পর্ষদ নিয়ে গঠিত হবে:

ক. সাধারণ পর্ষদ

খ. নির্বাহী পর্ষদ

গ. উপদেষ্টা পর্ষদ

ধারা- ৫ সাধারণ পর্ষদের গঠন, ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ

ক. সাধারণ পর্ষদ অ্যাসোসিয়েশনের সকল সাধারণ সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।

খ. সাধারণ পর্ষদ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবে এবং এর সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

গ. সাধারণ পর্ষদ নির্বাহী পর্ষদ গঠণ ও নির্বাচন করবে।

ঘ. সাধারণ পর্ষদ গঠনতন্ত্রের অনুমোদন, সংশোধন ও পরিবর্তন করতে পারবে।

ধারা-৬ নির্বাহী পর্ষদের গঠন, ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ

উপধারা (ক) নির্বাহী পর্ষদের কাঠামোঃ

১। নির্বাহী পর্ষদের গঠন হবে নিম্নরূপঃ

১.	সভাপতি	- ১ জন
২.	সহ-সভাপতি	- ২ জন
৩.	কোষাধ্যক্ষ	- ১ জন
৪.	সাধারণ সম্পাদক	- ১ জন
৫.	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	- ২ জন
৬.	সাংগঠনিক সম্পাদক	- ১ জন
৭.	সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক	- ২ জন
৮.	দপ্তর সম্পাদক	- ১ জন
৯.	প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	- ১ জন
১০.	সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	- ২ জন
১১.	শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক	- ১ জন
১২.	আন্তর্জাতিক সম্পাদক	- ৩ জন (এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া-১, ইউরোপ-১, আমেরিকা ও কানাডা-১)
১৩.	বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদক	- ১ জন
১৪.	সাংস্কৃতিক সম্পাদক	- ১ জন
১৫.	ক্রীড়া সম্পাদক	- ১ জন
১৬.	সমাজকল্যাণ সম্পাদক	- ১ জন
১৭	নির্বাহী সদস্য	- ৬ জন, (কোন ব্যাচ থেকে একের অধিক সদস্য নির্বাচিত হতে পারবে না। এক ব্যাচ থেকে একাধিক প্রার্থী থাকলে তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্তি নির্বাচিত হবেন।)

২। নির্বাহী পর্ষদের মেয়াদ হবে দুই বছর। সাধারণতঃ এই সময়কাল ইংরেজি বর্ষপুঞ্জি অনুযায়ী (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) হবে।

৩। নির্বাহী পর্ষদের সদস্যদেরকে অবশ্যই নির্ধারিত চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে সাধারণ সদস্যপদ (আজীবন সদস্য ব্যতীত) বহাল রাখতে হবে। অন্যথায় তাঁর নির্বাহী সদস্য পদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪। নির্বাহী পর্ষদের কোন সদস্য ধারাবাহিকভাবে তিনটি কার্যনির্বাহী সভায় অনুপস্থিত থাকলে, তাঁর নির্বাহী পদ সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষণা করা হবে এবং তাঁকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হবে। তিনি সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হলে, তাঁর নির্বাহী পদ বাতিল বলে গণ্য হবে। অনলাইন মিটিং এর উপস্থিতিও গ্রহণযোগ্য হবে।

৫। নির্বাহী পর্ষদের কোন সদস্য একই পদে সর্বোচ্চ দুইবার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

৭/১২/২০২১

উপধারা (খ) নির্বাহী পর্ষদের ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ

১। অ্যাসোসিয়েশনের সকল প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কার্যাবলী পরিচালনা, কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে নির্বাহী পর্ষদের সার্বিক ক্ষমতা থাকবে।

২। নির্বাহী পর্ষদ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সরকারের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে।

৩। অ্যাসোসিয়েশনের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

৪। নির্বাহী পর্ষদ প্রয়োজন অনুসারে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে।

৫। বদলী, পদত্যাগ বা অন্য কোন কারণে নির্বাহী পর্ষদে কোন সদস্যপদ শূন্য হলে উক্ত পদে সর্বশেষ নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্তিদের মধ্য থেকে উক্ত পদে নির্বাহী পর্ষদ কর্তৃক কো-অপ্ট করতে পারবে এবং সংশ্লিষ্ট পর্ষদের মেয়াদ পর্যন্ত তা বহাল থাকবে। উল্লেখ্য যে, সেই ক্ষেত্রে ধারা ৬ এর উপধারা ক (১) এর ১৭ বলবৎ থাকবে।

৬। নির্বাহী পর্ষদ অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন করবে।

৭। নির্বাহী পর্ষদ তাঁর মেয়াদকালে নূন্যতম একটি জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কনফারেন্স/ সেমিনার/ সিম্পোজিয়াম/ প্রদর্শনী/ পুনর্মিলনী/ ক্যারিয়ার বিষয়ক কর্মশালা/ উচ্চশিক্ষা বিষয়ক কর্মশালা/ তথ্য প্রযুক্তি অথবা গবেষণা বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করবে।

৮। নির্বাহী পর্ষদের সভায় আপ্যায়ন খরচের ক্ষেত্রে সরকারী বিধিমালা অনুসরণ করতে হবে।

৯। গঠনতন্ত্রের কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে নির্বাহী পর্ষদ তা ব্যাখ্যা করবে।

ধারা-৭ উপদেষ্টা পর্ষদঃ

বিভাগের বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের (অধ্যাপক হতে প্রভাষক) মধ্য থেকে প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে কমপক্ষে ১ জন করে সদস্য নিয়ে ৮ জনের একটি উপদেষ্টা পর্ষদ গঠিত হবে। নির্বাহী পর্ষদ সময়ে সময়ে উপদেষ্টা পর্ষদের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। যদি কোনো ক্যাটাগরিতে সদস্য না পাওয়া যায়, সেই ক্ষেত্রে অধ্যাপক ক্যাটাগরির সদস্যদের মধ্য থেকে উক্ত পদ পূরণ করা যেতে পারে।

ধারা-৮ নির্বাহী পর্ষদের বিভিন্ন পদের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ

১. **সভাপতিঃ** সভাপতি হবেন এই অ্যাসোসিয়েশনের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। তিনি অ্যাসোসিয়েশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তিনি সভা আহ্বান করার জন্য সাধারণ সম্পাদককে পরামর্শ দিবেন। সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বানের অপারগ হলে এবং জরুরি সভা আহ্বানের প্রয়োজন হলে তিনি জরুরি সভা আহবান করতে পারবেন।

৭/৪/ 2021

২. **সহ-সভাপতিঃ** সহ-সভাপতিগণ সভাপতির কাজে সহায়তা করবেন এবং সভাপতি'র অনুপস্থিতিতে ১নং সহ-সভাপতি, তাঁর অনুপস্থিতিতে ২নং সহ-সভাপতি নির্বাহী সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩. **কোষাধ্যক্ষঃ** কোষাধ্যক্ষ অ্যাসোসিয়েশনের তহবিল রক্ষক বলে বিবেচিত হবেন, তিনি অ্যাসোসিয়েশনের বাজেট প্রণয়ন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন। তিনি বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সাধারণ সভায় পেশ করবেন।

৪. **সাধারণ সম্পাদকঃ** সাধারণ সম্পাদক অ্যাসোসিয়েশনের সার্বিক কাজের তত্ত্বাবধায়ন করবেন ও সম্পাদনার দায়িত্বে থাকবেন। সভাপতির পরামর্শক্রমে সভা আহ্বান করবেন এবং সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন। তিনি সাধারণ পর্ষদের সভায় অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবেন। তিনি সর্বোচ্চ ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা নগদ নিজের কাছে রাখতে এবং রিসিটসহ ব্যয় করতে পারবেন।

৫. **যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকঃ** তিনি সাধারণ সম্পাদকের কাজে সহায়তা করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ১নং ও ২নং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (অনুপস্থিতির ক্রমানুসারে) ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৬. **সাংগঠনিক সম্পাদকঃ** সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক যাবতীয় কাজে সাধারণ সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন।

৭. **সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকঃ** সহ-সাংগঠনিক সম্পাদকগণ সাংগঠনিক সম্পাদকের কাজে সহায়তা করবেন। সাংগঠনিক সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ১নং ও ২নং সাংগঠনিক সম্পাদক (অনুপস্থিতির ক্রমানুসারে) ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৮. **দপ্তর সম্পাদকঃ** দাপ্তরিক ও যোগাযোগ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করবেন এবং অ্যাসোসিয়েশনের সভার কার্যবিবরণী বহি, নোটিশ বহি সহ সকল রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন। তিনি অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় দলিল পত্র, ফাইল, সম্পত্তি বিষয়ক তথ্য এবং তত্ত্বাবধানের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন।

৯. **প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদকঃ** অ্যাসোসিয়েশনের সার্বিক কর্মকান্ডের ও কর্মসূচীর প্রয়োজনীয় প্রচার, পুনর্মিলনী ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সুভ্যেনীর, বুকলেট বা অন্যান্য প্রকাশনার ব্যবস্থা করাসহ অ্যাসোসিয়েশনের ও সদস্যদের তথ্য সমৃদ্ধ একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত, হালনাগাদ ও সংরক্ষণ করবেন।

১০. **শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদকঃ** অ্যালামনাই ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সহযোগিতা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব পালন করবেন।

১১. **আন্তর্জাতিক সম্পাদকঃ** অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষা এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করে সংগঠনের পক্ষে প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করবেন। বহিঃবিশ্বে জিইবি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

১২. **বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদকঃ** অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের তথ্য সমৃদ্ধ ডাটাবেজ প্রস্তুত, হালনাগাদ, সংরক্ষণ এবং বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন।

১৩. **সাংস্কৃতিক সম্পাদকঃ** অ্যাসোসিয়েশনের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা, বার্ষিক পুনর্মিলনী বা বার্ষিক সাধারণ সভাসহ বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত কর্মসূচীতে সাংস্কৃতিক কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন।

১৪. **ক্রীড়া সম্পাদকঃ** অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে যাবতীয় ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং সংগঠনের গৃহীত বিভিন্ন বিনোদনমূলক কর্মসূচী (ক্রীড়া সংক্রান্ত) বাস্তবায়ন করবেন।

১৫. **সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ** অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গৃহীত কর্মসূচীর আলোকে সমাজসেবামূলক দায়িত্ব পালন করবেন।

৭/১২/২০২২

১৬. **নির্বাহী সদস্যঃ** সকল সভায় উপস্থিত হওয়া, সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা, সংগঠনের কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সার্বিক সহায়তা এবং নির্বাহী পর্ষদ কর্তৃক কোন দায়িত্ব অর্পিত হলে তা পালন করবেন। সভাপতি ও সহ-সভাপতিবৃন্দের অনুপস্থিতিতে অ্যাসোসিয়েশনের সভায় (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে) সভাপতিত্ব করবেন (জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হবে ব্যাচ অনুসারে)।

ধারা-৯ নির্বাচনঃ

১. নির্বাহী পর্ষদ সর্বশেষ নির্বাচিত কোষাধ্যক্ষকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং সর্বশেষ নির্বাচিত দপ্তর সম্পাদককে (নির্বাচন কমিশনার-১) ও প্রচার সম্পাদককে (নির্বাচন কমিশনার-২) {মোট ০২ জন} নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করবেন।

২. জিইবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন এর ধারা ৯ (২) এ বলা আছে দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানে জিইবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন এর কোনো নির্বাহী পর্ষদ নেই। এক্ষেত্রে প্রথম সাধারণ সভা জিইবি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান নির্বাহী পর্ষদের সভাপতি ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে সাধারণ সভার আহবান ও সভার সভাপতিত্ব করার প্রস্তাব করা হলো।

৩. কোষাধ্যক্ষ পদটি বিভাগে কর্মরত অ্যালামনাই এর মধ্যে সংরক্ষিত থাকবে।

৪. দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাহী পর্ষদের নির্বাচন হবে।

৫. নির্বাহী পর্ষদ নির্ধারিত সদস্য ফি/চাঁদা পরিশোধ (হাল নাগাদ) পূর্বক যাঁরা সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন, তারাই নির্বাচনের দিন ভোটার হিসেবে গণ্য হবেন। নির্বাচনের তফসীল ঘোষণার পর যারা সদস্য হবেন তারা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

৬. নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং অ্যাসোসিয়েশনের সার্বিক সহায়তাসহ যে কোন সদস্যের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবেন।

৭. প্রতি দুই বছর অন্তর অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী পর্ষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অনিবার্য কারণবশতঃ নির্ধারিত সময় নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত মেয়াদ বর্ধিত করা যেতে পারে।

৮. নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ধারা- ১০ সভা অনুষ্ঠানঃ

উপধারা (ক) সাধারণ পর্ষদের সভাঃ

১। ন্যূনতম বছরে একবার সাধারণ পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে। তবে জরুরী প্রয়োজনে একের অধিক জরুরী সভা আহ্বান করা যাবে এবং ৩ (তিন) দিন পূর্বে লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই জরুরী সাধারণ সভা করা যাবে। সকল সভায় সশরীরে/ অনলাইনে অংশগ্রহণ করা যাবে।

২। স্বাভাবিক নিয়মে বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত না হলে বা অন্য কোন প্রকার অনাস্থা প্রস্তাব বা গঠনতন্ত্র সংশোধন বা পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিলে বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিবেচনার্থে বা জরুরী প্রয়োজনে কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সাধারণ সদস্যের অনুরোধক্রমে সভাপতি জরুরী সাধারণ সভার আহ্বান করতে পারবে।

৭/৮/২০২১

৩। সাধারণ সভার দিন বা অন্য কোন দিন সদস্যদের সমন্বয়ে ও পরিবার পরিজনসহ পুনর্মিলনী আয়োজন করতে পারবেন।

৪। সাধারণ সম্পাদক সকল সভার বিজ্ঞপ্তি জারি করবেন। তবে যে কোন জরুরী সভা বা সভাপতির পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক কোন সভা ডাকতে ব্যর্থ হলে সভাপতি জরুরী সভা আহ্বান করতে পারবেন।

৫। সাধারণ পর্ষদের সভা 'সাধারণ সভা' নামে অভিহিত হবে এবং সদস্য ফি চাঁদা পরিশোধকৃত তালিকাভূক্ত অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের এক-পঞ্চমাংশের উপস্থিতিতে সভায় কোরাম হবে। সাধারণ সভায় অ্যাসোসিয়েশনের আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ ও বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হবে।

৬। সাধারণ সংখ্যাধিক্য মতকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি হিসেবে গন্য করা হবে। তবে সকল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সমঝোতাকে বা মতৈক্যকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৭। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোরাম যথেষ্ট বিবেচিত হবে, তবে সাধারণ পর্ষদের কোন সভা কোরামের অভাবে অনুষ্ঠিত হতে না পারলে মূলতবী সভা কোরাম ছাড়াই অনুষ্ঠিত হতে পারবে এবং এক্ষেত্রে সভার বিজ্ঞপ্তির সময়সীমা অপরিবর্তিত থাকবে।

৮। গঠনতন্ত্র সংশোধন বা বিলুপ্তির কোন প্রস্তাব মূলতবী সভায় বিবেচনা করা যাবে না।

৯। বিশেষ বিবেচনায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কোন সদস্য সাধারণ পর্ষদের সভায় উপস্থিত হতে পারবে।

উপধারা (খ) **নির্বাহী পর্ষদের সভাঃ**

১। নির্বাহী পর্ষদের সভা সাধারণভাবে প্রতি বছর ন্যূনতম তিনটি অনুষ্ঠিত হবে। এ জন্য ন্যূনতম ৭ (সাত) দিনের লিখিত বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে। প্রয়োজনবোধে নির্বাহী পর্ষদের অতিরিক্ত জরুরী সভা আহ্বান করা যাবে। নির্বাহী পর্ষদ যে কোন সময় সভার আয়োজন করতে পারবে।

২। নির্বাহী পর্ষদের এক-চতুর্থাংশ সদস্যেদের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।

৩। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কোন সদস্য নির্বাহী পর্ষদের সভায় উপস্থিত হতে পারবে।

ধারা- ১১ তহবিল সংগ্রহ, গঠন ও পরিচালনাঃ

উপধারা (ক) **তহবিল সংগ্রহ ও গঠনঃ** সদস্যদের নিকট থেকে সংগৃহীত ফি বা চাঁদা বা সুভ্যনীর বা সংকলনের জন্য বিজ্ঞাপন ছাড়াও নির্বাহী পর্ষদের অনুমোদনক্রমে নির্বাহী পর্ষদ বা পর্ষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সংস্থা/সংগঠনের নিকট থেকে অনুদান গ্রহন করতে পারবেন বা তহবিল গঠন করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বা আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবেন। সরকার প্রদত্ত কোন অনুদানের ক্ষেত্রে এরুপ কোন অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

৭/১২/২০২১

উপধারা (খ) তহবিল পরিচালনাঃ

১। জিইবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন নামে নির্বাহী পর্ষদের মনোনীত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকে একটি ব্যাংক একাউন্ট থাকতে পারবে।

২। জিইবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন নামে ব্যাংক একাউন্ট থাকবে। ব্যাংক একাউন্ট থেকে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যে কোন দুই জন এর যুগ্ম স্বাক্ষরে লেনদেন সম্পন্ন হবে।

৩। অ্যাসোসিয়েশনের কাজে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকার উর্ধ্বে ব্যয়ের জন্য নির্বাহী পর্ষদের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

৪। বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাহী পর্ষদ অ্যাসোসিয়েশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করবেন। তবে প্রয়োজনে স্বীকৃত অডিট ফার্ম কর্তৃক অ্যাসোসিয়েশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষ করা যেতে পারে।

উপধারা (গ) বার্ষিক চাঁদা প্রদানের নিয়মঃ প্রতি বছর ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে সাধারণ সদস্যগণ চাঁদা পরিশোধ করবেন।

উপধারা (ঘ) আর্থিক বছরঃ আর্থিক বছর হবে ১লা জানুয়ারি - ৩০ শে ডিসেম্বর।

ধারা- ১২ গঠনতন্ত্রের সংশোধনীঃ

১। গঠনতন্ত্রের কোনরূপ সংশোধনের প্রয়োজন হলে সাধারণ সভায় কমপক্ষে এক মাস পূর্বে নির্বাহী পর্ষদের নিকট কোন সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবাকারে তা পেশ করতে হবে। নির্বাহী পর্ষদ উক্ত প্রস্তাব সাধারণ সভায় পেশ করবে।

২। গঠনতন্ত্রের উক্তরূপ সংশোধন বা পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রয়োজন হলে তা কেবল সাধারন সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদনক্রমে গৃহীত হতে পারবে।

ধারা- ১৩ বিলুপ্তিঃ

কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে অ্যাসোসিয়েশনের অবসান/ বিলুপ্তির প্রয়োজন দেখা দিলে, যথাযথ বিজ্ঞপ্তি প্রদান সাপেক্ষে বার্ষিক সাধারণ সভা বা জরুরী সাধারণ সভায় উপস্থিত দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে বিলুপ্তি ঘটানো যাবে। বিলুপ্তির শর্ত হিসাবে সংগঠনটির বিলুপ্তি ঘটলে বা বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত হলে সকল দায় পরিশোধের পর কোন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি থাকলে তা সাধারণ সভার বা জরুরী সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক, জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত কোন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে অনুদানস্বরূপ প্রদান করা যাবে।

ধারা- ১৪ কার্যকারিতাঃ

"শাবিপ্রবি জিইবি বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন" এর .... তারিখের সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে প্রণীত এই গঠনতন্ত্র .... তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

খসড়া গঠনতন্ত্র প্রস্তাবনা ও প্রণয়ন পর্ষদঃ

নাম	পদবী	স্বাক্ষর
ড. মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন, অধ্যাপক	**আহবায়ক**	[signature] 9/12/2022
ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, অধ্যাপক	**সদস্য**	
ড. মোঃ কামরুল ইসলাম, অধ্যাপক	**সদস্য**	[signature] 9/12/2022
ড. মোহাম্মদ জাকির হোসেন, অধ্যাপক	**সদস্য**	[signature] 7.12.2022
ড. মোঃ আশরাফুজ্জামান, অধ্যাপক	**সদস্য**	
জনাব মোঃ হযরত আলী, সহকারী অধ্যাপক	**সদস্য**	[signature] 07.12.2022
জনাব মোঃ হাম্মাদুল হক, সহকারী অধ্যাপক	**সদস্য**	
জনাব সাবরিনা সুহানী, সহকারী অধ্যাপক	**সদস্য**	
জনাব মোঃ ত্বা-সীন হোসেন অংকুর, সহকারী অধ্যাপক	**সদস্য**	[signature] 07.12.2022
জনাব আসিফ মাহমুদ, সহকারী অধ্যাপক	**সদস্য**	[signature] 07.12.2022
জনাব মোঃ আক্কাস আলী, সহকারী অধ্যাপক	**সদস্য**	
জনাব জি. এম. নূরনবী আজাদ জুয়েল, সহকারী অধ্যাপক	**সদস্য**	[signature] 07/12/22

পরিশিষ্টঃ ক

শাবিপ্রবি জিইবি বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সিলেট-৩১১৪, বাংলাদেশ।

<u>সদস্য ফরম</u>

সদস্য পদের প্রকারঃ ☐ সাধারণ ☐ আজীবন ☐ দাতা ☐ সম্মানী

নামঃ ক) বাংলায়ঃ

খ) ইংরেজীতেঃ

ঠিকানাঃ ক) অফিসঃ

খ) বাসাঃ

ডাক যোগাযোগের ঠিকানাঃ

টেলিফোন/মোবাইল নংঃ

ইমেইলঃ

স্থায়ী ঠিকানাঃ

জাতীয় পরিচয়পত্র নাম্বার/পাসপোর্ট নংঃ

শিক্ষাগত তথ্যঃ ক) স্নাতক (সম্মান), শিক্ষাবর্ষঃ ব্যাচঃ

খ) স্নাতকোত্তরঃ এমএস/ এমএসসি, শিক্ষাবর্ষঃ

গ) এমফিল, শিক্ষাবর্ষঃ

ঘ) পিএইচডি, শিক্ষাবর্ষঃ

চাঁদার পরিমানঃ ক) অংকেঃ

খ) কথায়ঃ

উপরে বর্ণিত তথ্য সম্পূর্ণ সঠিক। আমি এই সমিতির সাধারণ/ আজীবন/ দাতা/ সম্মানী সদস্য হতে ইচ্ছুক। আমি অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্রের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করতেছি।

তারিখঃ .... আবেদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর

পাদটীকা

১. যদি প্রধান নির্বাচন কমিশনার/ বিভাগীয় প্রধান প্রয়োজন মনে করে, সেইক্ষেত্রে খসড়া গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি এডহক কমিটি গঠনের প্রস্তাব করে।

২. প্রস্তাবিত খসড়া গঠনতন্ত্রটি বাংলা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দিয়ে বানান এবং ব্যাকরন শুদ্ধ করার প্রস্তাব করে।